যুগান্তর ২৩ জুন, ২০১৫, মঙ্গলবার

সংগ্রাম ও সাফল্যের ৬৬ বছর

ড. মো. মাহুবর রহমান

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পরপরই দলটির জন্ম ও যাত্রা শুরু। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে দলটির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গৌরবোজ্জ্বল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় এবং তারই ক্যারিশমাটিক নেতৃত্বে একবার এবং তার সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার সৃজনশীল নেতৃত্বে তিনবার ক্ষমতাসীন হয়েছে দলটি। প্রতিবছর ২৩ জুন এ সংগ্রামী দলটির গৌরবময় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা এ বছর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে প্রস্তুত। আজ দলটি সাফল্যের ৬৬ বছরে পদার্পণ করল। এ দলটির কাছে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি।এই দিনে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে চাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার প্রজ্ঞাশীল নেতৃত্বের বদৌলতে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের একটি দেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির ইতিহাসে এমন একজন প্রবাদপুরুষ, যিনি বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ফলে বহির্বিশ্বে তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে সোচ্চার ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি নিপুণ নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলার মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ফুটে উঠত বিভিন্ন প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। বাংলার মাটি, আলো-বাতাস আর মানুষ ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তিনি তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি একে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড করতে চাই। সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত এ কিংবদন্তি ও জননন্দিত নেতার প্রতি বাঙালি জাতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। তার বিকল্প কেউ নেই। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই মহান নেতার আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল কর্মীদের নিয়ে এক কর্মী সম্মেলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে দলের সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে পাকিস্তানের প্রথম বৈধ বিরোধী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি পুনর্গঠন করা হয় এবং এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ মুজিবের নির্বাচিত হওয়াটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ তার রচিত আওয়ামী লীগের ইতিহাস বইয়ে লিখেছেন- শেখ মুজিব ভাসানী বা সোহ্রাওয়ার্দীকে পটিয়ে দলের সম্পাদক হল, তা নয়। অসামান্য কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণেই মুজিব ভাসানীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং খ্যাতনামা নেতার উপস্থিতিতে যুবক মুজিব দলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদের একটিতে অধিষ্ঠিত হল স্বীয় যোগ্যতায়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ২১ দফা প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি দল থেকে বাদ দেয়া হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে।পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে দলটির ব্যাপক প্রচার ও কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং আইয়ুব খানবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ সর্বমহলে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল আসন

লাভ করলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা হয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী একটি কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু নিহত হন এবং দলটিকে নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা শুরু হয়। অবশেষে অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। এরপর পুনরায় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জনগণের বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে ঐতিহাসিক এ দলটি।১৯৯৬ সালের ১২ জুন প্রায় দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনার সুপরিকল্পনা ও দক্ষ নেতৃত্বে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গঙ্গা চুক্তি এবং পার্বত্য শান্তি চুক্তি, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল এবং ৬.৪% প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরপরই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য শুরু করেন। এরপর ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের ক্ষমতা গ্রহণের পর হত্যা, নির্যাতন, হাওয়া ভবনের লুটপাটসহ দেশে দুঃশাসনের এক কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার নিষ্পত্তি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, গ্যাস ও বিদ্যুতের সরবরাহ বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ অনেক যুগান্তকারী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যার সুদক্ষ নেতৃত্বে সমুদ্রবিজয় এবং ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঝুলন্ত ছিটমহল সমস্যার সার্বিক সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্বপ্ন যেমন শেখ হাসিনা বাঙালি জাতিকে দেখিয়েছেন- তেমনি তার ওপর রয়েছে জনগণের অফুরন্ত ঐকান্তিক সমর্থন ও প্রত্যাশা।বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে আমাদের ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চোরাকারবারি, মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং এদের বিরুদ্ধে ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থানে সৎ থেকে ও গতিশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রযাত্রাকে কণ্টকমুক্ত করতে পারলে সত্যিই এদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে বিশ্ববাসীর দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি বাঙালি জাতি যে চেতনা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এদেশ স্বাধীন করেছিল, সেই চেতনা, দৃঢ়তা ও অনুপ্রেরণা ধারণ করে শেখ হাসিনা এগিয়ে যাচ্ছেন, দেশের খেটে খাওয়া দুঃখী মেহনতি মানুষদের মুক্তি দেয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এবং সর্বোপরি ২০২১ সালে একটি সুখী-সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেয়ার জন্য।

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান : উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরdrmahbubarr@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, প্রকাশক : সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

Print